পবিপ্রবিতে র‍্যাগিংয়ে ৩ শিক্ষার্থী হাসপাতালে, বহিষ্কার ৭

পবিপ্রবি
প্রতিনিধি

২৪ নভেম্বর,
২০২৪ ২০:৩৮

শেয়ার

অ +

অ -

সংগৃহীত ছবি

র‍্যাগিংয়ে ‘জিরো টলারেন্স নীতি’ অবলম্বনের ঘোষণা দিলেও রাতভর র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েছেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) তিন শিক্ষার্থী। পরে অসুস্থ অবস্থায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ

ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে সাত শিক্ষার্থীকে অভিযুক্ত হিসেবে শনাক্ত করে তাদের হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আরো পড়ুন

বছরে দুইবারের বেশি বিদেশ যেতে পারবেন না চিকিৎসকরা

শনিবার (২৩ নভেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম কেরামত আলী হলে এ ঘটনা ঘটে।

এম কেরামত আলী হলে অবস্থানরত স্নাতক প্রথম বর্ষের (২০২৩-২৪ সেশন) সব শিক্ষার্থী র‍্যাগিংয়ের শিকার হন।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শনিবার দিবাগত গভীর রাত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম কেরামত আলী হলে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের র‍্যাগ দেওয়া হয়। র‍্যাগিং চলাকালীন হঠাৎ করেই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তিনজন শিক্ষার্থী মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন।

আরো পড়ুন

২৩ দিনে এলো ২০ হাজার ৭১৬ কোটি টাকার রেমিট্যান্স

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ২০২৩-২৪ সেশনের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আনুমানিক রাত ১২টায় ইমিডিয়েট সিনিয়ররা আমাদের গণরুমে এসে সবার ফোন জমা নিয়ে একটা টেবিলে রেখে দেন।

আমাদের কান ধরে উঠবস করতে বাধ্য, অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও সিগারেটের ধোঁয়ায় অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া আমাদের জানালায় ঝোলানো থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতে থাকে।’

ওই পরিস্থিতির খবর পেয়ে এম কেরামত আলী হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ডা. আবদুল্লাহ আল মামুন এবং সহকারী প্রক্টর মো. আব্দুর রহিম ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং গণরুমে ঢুকে র‍্যাগিং দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত দুজনকে হাতেনাতে ধরেন এবং ক্যান্টিনে গিয়ে চারজনকে র‍্যাগিংয়ের দায়ে অভিযুক্ত হিসেবে শনাক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত পবিপ্রবি প্রশাসন থেকে পাওয়া বক্তব্য অনুযায়ী ২০২২-২৩ সেশনের সাতজন শিক্ষার্থী এই কাজে জড়িত বলে নিশ্চিত করেছেন।

প্রক্টর অধ্যাপক আবুল বাশার খান বলেন, এমন পরিস্থিতি যেন পরবর্তী সময়ে আর না ঘটে এ জন্য পবিপ্রবি প্রশাসন আরো অধিক তৎপর হবে।

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. কাজী রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা অভিযুক্ত সাত শিক্ষার্থীকে র‍্যাগিংয়ের দায়ে হল থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।’